স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির বিগত ৬ বছরে প্রাপ্ত অনুদানের ইতিবৃত্ত

একটি এ ডি আর এর প্রতিবেদন

১১/০৭/২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচের দ্বারা অনুদিত ও প্রচারিত

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ বিশেষ অংশ

1. শেষ ছয় বছর সময়ের মধ্যে বিশ্লেষণ করা ৩১টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রাপ্ত মোট অনুদান ছিল ১৬,৪৩৭.৬৩৫ কোটি টাকা। মোট রাজনৈতিক অনুদান ৯১৮৮.৩৫৯৯১ কোটি টাকা এসেছে নির্বাচনী বন্ড (৫৫.৯০%) থেকে, কর্পোরেট সেক্টর থেকে এসেছে ৪৬১৪.৫৩ কোটি টাকা (২৮.০৭%) এবং অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে ২৬৩৪.৭৪৫০৯ কোটি টাকা (১৬.০৩%)।
2. অর্থ বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং অর্থ বর্ষ ২০২১-২২ এর মধ্যে, ৭টি জাতীয় দল এবং ২৪টি আঞ্চলিক দল (নির্বাচনী বন্ড, কর্পোরেট সেক্টর এবং অন্যান্য অনুদান থেকে) দ্বারা ঘোষিত মোট অনুদান প্রাপ্তি ছিল যথাক্রমে ১৩১৯০.৬৮৫ কোটি টাকা (৮০.২৪৭%) এবং ৩২৪৬.৯৫ কোটি টাকা (১৯%)।
3. জাতীয় দলগুলির জন্য, অর্থ বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং অর্থ বর্ষ ২০২১-২২ এর মধ্যে, নির্বাচনী বন্ড থেকে প্রাপ্য অনুদানের পরিমাণ ৭৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে কর্পোরেট অনুদানের জন্য এই বৃদ্ধি মাত্র ৪৮%।
4. জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিকে ৯১৮৮.৩৫৯৯১ কোটি টাকার অনুদান দেওয়ার জন্য নির্বাচনী বন্ড ছিল সবচেয়ে পছন্দের মাধ্যম, আর তার পরে রয়েছে ৪৬১৪.৫৩ কোটি টাকার সরাসরি কর্পোরেট অনুদান।
5. বিজেপির ঘোষিত মোট অনুদান অন্যান্য সমস্ত জাতীয় দলগুলির দ্বারা ঘোষিত মোট অনুদানের তিনগুণ বেশি।
6. ছয় বছরের সময়কালে, বিজেপির মোট অনুদানের ৫২% এরও বেশি ৫২৭১.৯৭৫১ কোটি টাকা এসেছে নির্বাচনী বন্ড থেকে, যেখানে অন্যান্য সমস্ত জাতীয় দলগুলি মিলিতভাবে ১৭৮৩.৯৩৩১ কোটি টাকা পেয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপক হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষিত ৯৫২.২৯৫৫ কোটি টাকা এসেছে নির্বাচনী বন্ড থেকে (তার মোট অনুদানের ৬১.৫৪%) এরপর রয়েছে তৃনমূল কংগ্রেস, তার ঘোষিত প্রাপ্তি ৭৬৭.৮৮৭৬ কোটি টাকা (৯৩.২৭%) ।
7. আঞ্চলিক দলের মধ্যে বিজেডির প্রাপ্য মোট অনুদানের ৮৯.৮১% এর বেশী যা ৬২২ কোটি টাকা এসেছে নির্বাচনী বন্ড থেকে। ডিএমকের ৪৩১.৫০ কোটি টাকার বন্ড পেয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপক হিসাবে ঘোষণা করেছে (যা তার মোট অনুদানের ৯০.৭০৩%)। তারপরে রয়েছে

টিআরএস তাদের ঘোষিত অনুদান প্রাপ্তি ৩৮৩.৬৫২৯ কোটি টাকা (৮০.৪৫%) এবং ওয়াইএসআর - সি ঘোষিত প্রাপ্তি ৩৩০.৪৪কোটি টাকা (৭২.৪৩%)।

8. অর্থ বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং অর্থ বর্ষ ২০২১-২২ এর মধ্যে, জাতীয় দলগুলির দ্বারা ঘোষিত মোট সরাসরি কর্পোরেট অনুদান ছিল ৩৮৯৪.৮৩৮ কোটি টাকা যেখানে আঞ্চলিক দলগুলি ৭১৯.৬৯২ কোটি টাকা প্রাপ্তি ঘোষণা করেছে৷
9. ৭টি জাতীয় দল কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যক্ষ কর্পোরেট অনুদান ছয় বছরের মেয়াদে ৩১টি আঞ্চলিক দল কর্তৃক ঘোষিত কর্পোরেট অনুদানের পাঁচ গুণেরও বেশি।
10. বিজেপি ঘোষিত কর্পোরেট অনুদান অন্য সমস্ত জাতীয় দলের মোট কর্পোরেট অনুদানের থেকে কমপক্ষে তিন-চার গুণ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে, এটি অন্যান্য সমস্ত জাতীয় দলের চেয়ে আঠারো গুণেরও বেশি ছিল।
11. ছয় বছরের জন্য, বিএসপি ধারাবাহিকভাবে কোন কর্পোরেট অনুদান প্রাপ্তি ঘোষণা করেনি যখন সিপিআই ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ঘোষিত কোন কর্পোরেট অনুদান নেই বাঁ শূন্য বলে জানিয়েছে।
12. ছয় বছরের মেয়াদে, আঞ্চলিক দলগুলির দ্বারা ঘোষিত সরাসরি কর্পোরেট অনুদান বৃদ্ধি ১৫২.০২৯%।
13. অর্থ বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং অর্থ বর্ষ ২০২১-২২ এর মধ্যে, প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট সর্বোচ্চ অনুদান দিয়েছে ১৬০৪.৪৩ কোটি, তারপর প্রগ্রেসিভ ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট অনুদান দিয়েছে ৫৪৯.৯৭৫০ কোটি টাকা এবং বি.জি. শিরকে কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেডের অনুদান ১০২.১৫৫ কোটি টাকা।
14. ৩১টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের দ্বারা ঘোষিত সর্বাধিক কর্পোরেট অনুদানের পরিমাণ দিল্লি থেকে এসেছে ১৮৪৩.৬৯৭ কোটি টাকা, তারপরে মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে ১৪১৮.১৩০ কোটি টাকা এবং গুজরাট থেকে এসেছে ২১৩.৫৪০ কোটি টাকা।

এডিআরের সুপারিশ

1. ২০১৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দ্বারা ঘোষণা করে যে প্রার্থীর হলফনামার কোনও অংশ ফাঁকা রাখা উচিত নয়। একইভাবে ঘোষণা করে যে, রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা জমা দেওয়া ফর্ম ২৪এ তে ২০,০০০ টাকার উপরে অনুদানের বিশদ তথ্যের অংশ ফাঁকা রাখা উচিত নয়।
2. একক বা একাধিক অনুদান হিসাবে ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা দান করেছেন এমন সকল দাতাদের তাদের প্যানের বিবরণ দিতে হবে।
3. ২০,০০০ টাকার কম অনুদানগুলির বিবরন দিতে হবে।
4. যে তারিখে অনুদান দেওয়া হয়েছিল তা পার্টির দ্বারা রেকর্ড করা উচিত এবং ফর্ম ২৪এ তে জমা দেওয়া উচিত।

5. ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে যদি কোন রাজনৈতিক দল তার প্রাপ্য অনুদান বিষয়ক তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে না জমা দেয় তবে তাকে জরিমানা করা উচিত এবং তাদের আয়করে ছাড় দেওয়া উচিত নয়।
6. অনুদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেটদের উচিত তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (বার্ষিক প্রতিবেদনে বা একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় থাকবে) রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদানের বিবরণ তাদের পাবলিক ডোমেনে (জনসমক্ষে) প্রকাশ করা উচিত।
7. সিবিডিটি-র একটি নিবেদিত বিশেষ বিভাগ দ্বারা জাতীয়, আঞ্চলিক এবং অস্বীকৃত দলগুলির প্রাপ্য অনুদানের বার্ষিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই শুরু করা উচিত, যাতে শেল কোম্পানি বা অবৈধ কম্পানি থেকে অনুদান গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা যায়।
8. অসম্পূর্ণ অনুদানের বিবরণ, তথ্যহীন বা প্যানের তথ্য ভুল বা পেমেন্টের বিশদ বিবরণ না থাকলে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাবে। যাতে তাদের অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা থেকে বিরত রাখা যায়। এ ধরনের রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন বাতিল ও স্বীকৃতি বাতিলেরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
9. সুপারিশ করা হচ্ছে যে, নগদে অনুদান জমা দেওয়া ব্যক্তি, কোম্পানি বা সংস্থার প্রয়োজনীয় বিবরণ (যেমন নাম, ঠিকানা, প্যান এবং অর্থপ্রদানের পদ্ধতি) প্রদান করতে ব্যর্থ রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ (যদি থাকে) যেন নির্বাচন কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।
10. তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের অর্থের সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে। এটা রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে।
11. তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে দাতাদের সম্পূর্ণ তথ্য পাবলিক স্ক্রুটিনির জন্য রাখা থাকবে বা উপলব্ধ করা উচিত। বেশ কিছু দেশ যেমন ভুটান, নেপাল, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে এমন ব্যবস্থা আছে। তহবিলের উৎসের প্রায় ৫০% অজানা থাকবে এমন সম্ভাবনা এই দেশগুলির মধ্যে কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু, বর্তমানে ভারতে রাজনৈতিক চাদার তহবিলের উৎসের ৫০% বেশী অজানা থেকে যায়।
12. নির্বাচনী বন্ড স্কিম, ২০১৮ একেবারে বাতিল করা উচিত। স্কিমটি যদি অব্যাহত রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে, নির্বাচনী বন্ড স্কিম, ২০১৮ এর অন্তর্ভুক্ত বন্ড দাতার নাম প্রকাশ না করার নিয়মটি অবশ্যই বাতিল করতে হবে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণ করে তাদের অনুদানের প্রতিবেদনে প্রদত্ত আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অনুদানের মোট পরিমাণ, প্রতিটি বন্ডের সাথে দাতাদের বিস্তারিত বিবরণ ঘোষণা করা উচিত; এই ধরনের প্রতিটি বন্ডের পরিমাণ এবং প্রতিটি বন্ডের সাথে প্রাপ্ত ক্রেডিটটির সম্পূর্ণ বিবরণ ঘোষণা করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক অবস্থার একটি সত্যিকারের চিত্র সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য উপরের পদ্ধতি অনুসরন করা ও এক নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের কাঠামো মেনে তথ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
13. ২৫৫-তম আইন কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে, "প্রকাশিত নিয়মবিধি মেনে না চলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির উপর কর সুবিধা বাতিল করা ছাড়াও এক্সপ্রেস পেনাল্টি বা জরিমানা আরোপ করা উচিত .... এর মধ্যে দৈনিক জরিমানা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। নিয়ম

অনুসারে যথাসময়ে তথ্য না দিলে, যতদিন দেরী হবে সেই হিসেবে দিনপ্রতি ২৫,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করা উচিত। যদি ৯০ দিনের বেশি বিলম্ব হয় তবে দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার কথা ভাবা উচিত এছাড়াও দলের দেওয়া তথ্যে যদি মিথ্যা তথ্য থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই দলকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।

14. যে রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ক্রিয়, কোনো নির্বাচনে অংশ নেয় না কিন্তু নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণ করতে থাকে সেগুলিকে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সময়ে সময়ে তালিকা থেকে বাতিল করা উচিত যাতে এইরকম দলগুলি নির্বাচনী বন্ড ২০১৮ এর থেকে সীমাহীন বেনামী অনুদান, কর্পোরেট অনুদানের সুবিধা না পেতে পারে।
15. রাজনৈতিক দলগুলির আয়, ব্যয় এবং অনুদানের বিবৃতিগুলির একটি সিএজি অডিট হওয়া উচিত।
16. আয়কর আইনের ২৭৬সিসি ধারা অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ ব্যক্তিদের যেমন শাস্তি দেয়, অনুরূপ আইনি বিধানগুলি রাজনৈতিক দলগুলির জন্যও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

---

[i] পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি প্রতিবেদনের জন্য adrindia.org ওয়েবসাইট দেখুন। এই প্রতিবেদন জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারিত, সমস্ত তথ্য রাজনৈতিক দলগুলির ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা করা অডিট ও অন্যান্য আয়, ব্যায়ের খতিয়ান থেকেই সংগৃহীত। এই তথ্যের কোন অপপ্রয়োগের জন্য প্রতিবেদন প্রকাশক সংস্থা দায়ী নয়। অনুবাদ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে ছাপার ত্রুটি না থাকে। এরপরেও যদি কোন ছাপার ত্রুটি থাকে, তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত। এই প্রতিবেদনের তথ্য যারা ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতিবেদন প্রকাশক সংস্থা এ ডি আর এর কাছে তথ্য ঋণ স্বীকারের আবেদন রইল।